بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষাদীক্ষা-বিষয়ক অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেক মা-বাবার জন্য
অবশ্য-পাঠ্য একটি গ্রন্থ

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

◆

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

তারবিয়তে আওলাদ—এর অনুবাদ

সন্তান প্রতিপালন ও পরিচর্যা

হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত
মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.

অনুবাদ
মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

সন্তান প্রতিপালন ও পরিচর্যা

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
furqandhaka@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২৪ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২৪ / রবিউল আউয়াল ১৪৪৬
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ +৮৮০১৮৩০৩৩৮১০৫
প্রুফ সংশোধন : মুশতাক আহমদ
ISBN : 978-984-96830-8-7
মূল্য : ৳৩০০ (তিন শত টাকা) USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

বর্তমানে পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে নানাবিধ সমস্যা-সংকুলতার সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে সঠিকভাবে সন্তানকে গড়ে তোলা এবং দ্বীনি তরবিয়তে পরিচর্যা করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও অসহায়ত্বের বিষয়টি অন্যতম। এতে পিতা-মাতা ও সন্তানের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও শ্রদ্ধাবোধ কমে যাচ্ছে। এ কারণে পারিবারিক জীবন যেমন বিষাদময় হয়ে উঠছে, তেমনই পরিবারের সদস্যদের দ্বীন-পালনও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আর বিষয়টি এত স্পর্শকাতর যে, সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করা সম্ভব না হলে বাকি জীবনে এর ধকল বয়ে চলা ছাড়া উপায় থাকে না। শিশুদের শিশু বয়সে যেভাবে পরিচর্যা করা অথবা তাদের মেধা-মনন গঠনে যতটুকু চেষ্টা-সাধনা করা উচিত, এর সীমা-পরিসীমা অধিকাংশ পরিবারই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে না। ফলে শিশু বড় হয়ে গেলে তার নিকট থেকে যা আশা করা হয়, তা পাওয়া যায় না। অশান্তির শুরুটা এখানেই। এ জন্য সঠিক দ্বীনি বুঝ যেমন প্রয়োজন, তেমনই সঠিক গাইডও অনিবার্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. *তরবিয়তে আওলাদ* নামে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। আর বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি এরই বাংলা অনুবাদ—*সন্তানের প্রতিপালন ও পরিচর্যা*।

গ্রন্থটিতে সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্ব ও ফযিলত, সন্তান লাভের দুআ ও আমল, আকিকা, খতনা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের পাশাপাশি সন্তান জন্ম হওয়ার আগে এবং পরে সমাজে প্রচলিত রসম-রেওয়াজ চিহ্নিত করে এর প্রতিকারও বর্ণনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সন্তান লালন-পালনে অনেকে

শাসন করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে ফেলেন অথবা ঢিলেমি দেন—এ ব্যাপারেও দ্বীনি দৃষ্টিকোণ থেকে পিতামাতার করণীয় বলা দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। হাকীমুল উম্মত রহ.-এর দূরদৃষ্টি ও উম্মতের কল্যাণকামিতায় তার চেষ্টা ও পরিশ্রমের বাস্তব স্বাক্ষর এ গ্রন্থটি যুগ যুগ ধরে ইসলামপ্রিয় পিতামাতার সফলতার জন্য এক অনবদ্য উৎস হয়ে আছে। গ্রন্থটি বাংলাভাষীদের জন্য অনুবাদ করেছেন এ দেশের একজন বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত অনুবাদক মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ সাহেব। অনুবাদে স্বচ্ছতা, সহজ ও সাবলীল ভাষা ব্যবহারে তার দক্ষতা ইতোমধ্যে পাঠকমহলে ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। এ গ্রন্থটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসংগতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ অনুবাদ কবুল করুন। যারা গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করুন। সবাইকে এর ওসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসিব করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক
মাকতাবাতুল ফুরকান, ঢাকা

৯ সেপ্টম্বর ২০২৪ / ৫ রবিউল আউয়াল ১৪৪৬

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : সন্তান প্রতিপালনের ফযিলত **১১**
কন্যাসন্তান প্রতিপালনের ফযিলত ১১
গর্ভপাত ও অনাগত সন্তানের মৃত্যুর ফযিলত ১২

দ্বিতীয় অধ্যায় : সন্তানের গুরুত্ব ও ফযিলত **১৪**
নবীজির সন্তান-প্রীতি ১৫
সন্তানপ্রীতি কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? ১৫
সন্তানের বাসনা ও অহেতুক ভাবনা ১৬
নেক সন্তান মহৎ নেয়ামত ১৮
কিছু সন্তান আখেরাতে শাস্তির কারণ হবে ১৯
কন্যাসন্তানের বাবাদের জন্য সান্ত্বনা ২০
সন্তান জন্মদানপরবর্তী বিপদাপদ ও পেরেশানি ২১
সন্তান শত দুশ্চিন্তা ও ঝামেলার কারণ ২৩
নিঃসন্তানদের জন্য সান্ত্বনা ২৪

তৃতীয় অধ্যায় : সন্তান মৃত্যুবরণ করলে করণীয় **২৬**
শিশুসন্তান মৃত্যুর তাৎপর্য ২৭
ছোট শিশু মারা যাওয়ার ফযিলত ২৯
এক বুযুর্গের ঘটনা ৩০
ছোট সন্তান মারা যাওয়ার ফযিলত ৩১
বড় সন্তান মারা যাওয়ার ফযিলত ৩২
ধৈর্য ও সান্ত্বনার বাণী ৩৩
উম্মে সুলাইম রা.-এর পাহাড়সম ধৈর্য ৩৪

চতুর্থ অধ্যায় : সন্তান লাভের দুয়া ও আমল **৩৬**
পরীক্ষিত কিছু আমল ৩৬
গর্ভরক্ষার জন্য সহজ আমল ৩৭
প্রসব সহজ হওয়ার আমল ৩৮
বাচ্চাকে বদনজর থেকে রক্ষা করার আমল ৩৮
বাচ্চাকে সব ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা ৩৮

মায়ের বুকের দুধ বৃদ্ধির আমল ৩৯
বাচ্চার দুধ ছাড়ানোর আমল ৩৯
বাচ্চার দাঁত ওঠার আমল ৩৯
অবাধ্য সন্তানের জন্য আমল ৩৯

পঞ্চম অধ্যায় : গর্ভাবস্থায় বাবা-মার করণীয় **৪০**
প্রথম সন্তান স্ত্রীর পিত্রালয়ে হওয়া জরুরি ৪১
সন্তান প্রসবের সময় পর্দাপুশিদার বিধিবিধান ৪২
নবজাতক-সংক্রান্ত সুন্নত তরিকা ৪৩
নবজাতকের কানে আজান দেওয়ার তাৎপর্য ৪৩
সন্তান ভূমিষ্ঠের পর লক্ষণীয় কিছু বিষয় ৪৪
ছোট বাচ্চাকে কখনো একা ছাড়বেন না ৪৫
প্রসূতিকে নাপাক ও অচ্ছুত মনে করা ৪৫
প্রসূতির গোসলে বিলম্ব এবং নামাযে অবহেলা ৪৬
প্রসূতিকে তিনবার গোসল করানোর কুপ্রথা ৪৬
গোসলের সময় পর্দা করা জরুরি ৪৮
মিষ্টান্ন বিতরণ করা ৪৮
ধাত্রীর মাধ্যমে সন্তান জন্মের সংবাদ পৌঁছানো ৪৮
শিশু জন্মের পর লেনদেনের কিছু প্রথা ৪৯
অবাক করা এক ঋণ ৫২
সন্তান প্রতিপালনের কিছু উপকারী দিক-নির্দেশনা ৫৩

ষষ্ঠ অধ্যায় : আকিকার আলোচনা **৫৬**
আকিকার তাৎপর্য ৫৭
সপ্তম দিন আকিকা করার তাৎপর্য ৫৭
আকিকার পশুর সংখ্যার তাৎপর্য ৫৮
বাচ্চার চুলের পরিমাণ সোনা-রুপা দান করার তাৎপর্য ৫৮
আকিকার অনুষ্ঠান ও কিছু প্রথা ৫৯
নানার বাড়ি থেকে উপহার দেওয়া ৬০

সপ্তম অধ্যায় : খতনার বিবরণ **৬২**
খতনা করার সুন্নত পদ্ধতি ৬২
খতনা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করা ৬৩
খতনা প্রকাশ্যে করবে না গোপনে? ৬৪

খতনার দাওয়াত-সংক্রান্ত একটি ঘটনা ৬৫
বালেগ হওয়ার পর খতনা করানো ৬৮
মেয়েদের নাক-কান ছিদ্র করা ৬৮
ছোট বাচ্চাদের খেপানো ৭০
সন্তানের জন্য দুআ ৭০

অষ্টম অধ্যায় : সন্তান প্রতিপালন প্রসঙ্গ ৭৩
সন্তানকে সৎ বানানোর প্রথম ধাপ ৭৩
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ৭৩
সন্তানকে সৎ বানানোর দ্বিতীয় ধাপ ৭৪
সূচনালগ্নে চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা ৭৫
সন্তানকে সৎ বানানোর তৃতীয় ধাপ ৭৬

নবম অধ্যায় : সন্তান প্রতিপালন-পদ্ধতি ৭৮
সন্তানকে নামাযী বানানো মায়ের দায়িত্ব ৭৯
সাত বছর বয়সে নামাযের অভ্যাস গড়ে তোলা ৮০
বাচ্চাকে রোযা রাখানো ৮১
শিশুদের রোযা রাখানোর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ৮২
বিসমিল্লাহর রসম পালন ৮৩
কোন বয়সে বাচ্চাকে শিক্ষা দেবেন? ৮৪
বাচ্চাদের শিক্ষাদান-পদ্ধতি ৮৪
সন্তানের শিক্ষাদানে লক্ষণীয় বিষয় ৮৫
জাগতিক জ্ঞানের পূর্বে ধর্মীয় শিক্ষা দিন ৮৬
মেয়েশিশুর পড়াশোনা ও আখেরাতমুখী হওয়া ৮৭
পরিবারের সকলকে নিয়ে তালিম করা ৮৯
বাচ্চাদের শিষ্টাচার ও ভদ্রতা শেখানোর উপায় ৮৯
সন্তানকে লোভ-লালসা থেকে বাঁচানোর তদবির ৯১

দশম অধ্যায় : সন্তানকে শিষ্টাচার শেখানোর পদ্ধতি ৯২
বাচ্চার মধ্যে উত্তম গুণাবলি তৈরি করার উপায় ৯৩
আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা ৯৮

একাদশ অধ্যায় : অধিকারের আলোচনা ১০১
সন্তানের হক ১০১
সংক্ষেপে সন্তানের গুরুত্বপূর্ণ হকসমূহ ১০২

উমর রা.-এর ঘটনা ১০৩
সন্তানের হক আদায়ে অবহেলা ও তার ফলাফল ১০৪
সন্তান দুষ্ট ও খারাপ হয় কেন? ১০৫
সন্তানের স্বভাব-চরিত্র খারাপ হয় কেন? ১০৫
চুরির অভ্যাস একদিনে হয় না ১০৬
বর্তমানে সন্তান লালনের মন্দ পরিণতি ১০৭
সন্তানকে শৈশবেই এই শিক্ষা দিন ১০৭
সৎসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা ১০৮
সন্তানকে উপদেশ দেওয়ার পদ্ধতি ১০৯
সন্তানের লালনপালন ও ভরণপোষণের শরয়ী নীতি ১১০
সন্তানের বিয়ের দায়িত্ব এবং বিলম্বের গুনাহ ১১১

দ্বাদশ অধ্যায় : সন্তান লালনে কঠোরতা ১১৩
প্রয়োজনে কঠোরতা না করা সন্তানের জন্য ক্ষতিকর ১১৩
সন্তানকে শাস্তি দেওয়ার উত্তম পদ্ধতি ১১৪
শাসনে কঠোরতা মূল উদ্দেশ্য নয় ১১৫
অধিক কঠোরতা ও প্রহারের মন্দ পরিণতি ১১৬
শাস্তি দেওয়ার গলদ তরিকা ১১৬
সন্তানের ওপর মা-বাবার অত্যাচার ১১৭
শাস্তির ক্ষেত্রে প্রহারের সীমারেখা ১১৭
রাগ অবস্থায় প্রহার করা উচিত নয় ১১৮
শাস্তিদানে সীমালঙ্ঘন না করার উপায় ১১৯
বেশি রাগ উঠলে করণীয় ১২০
শাস্তিদানে জুলুম হলে প্রায়শ্চিত্তের উপায় ১২০
সন্তান প্রতিপালনে পেরেশানি দ্বারাও পদোন্নতি হয় ১২০
পেরেশানির কারণ ও সমাধান ১২১
সন্তানকে কোনোভাবেই মানুষ বানানো না গেলে ১২২
সন্তান নাজায়েয কাজের জেদ করলে ১২৩
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ১২৪
সন্তানের প্রতি অধিক ভালোবাসা একটি আযাব ১২৫
সংসারে পুরুষের দায়িত্ব ১২৫
বাচ্চারা দুষ্টুমি করবেই ১২৬

প্রথম অধ্যায়

সন্তান প্রতিপালন ও দুধপান করানোর ফযিলত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একজন নারী গর্ভধারণ থেকে শুরু করে সন্তান প্রসব করা এবং দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত সময়ে (যে কষ্ট স্বীকার করে, তার) মর্যাদা ও সওয়াব হলো ইসলামের পথে সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত ব্যক্তির সমপর্যায়ের (কেননা প্রহরীও সর্বদা কষ্ট স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকে)। যদি এই সময়ের মাঝে কোনো নারী মারা যায়, সে শহীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করে।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একজন নারী যখন সন্তানকে দুধ পান করায়, তখন প্রতিটি ঢোক দুধের বিনিময় সে কোনো প্রাণীকে জীবন দান করার সওয়াব লাভ করে। অতঃপর যখন সে সন্তানের দুধ ছাড়ায়, তখন ফেরেশতা তাকে (অভিনন্দন জানিয়ে) তার কাঁধে হাত রেখে বলে, তোমার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। এখন থেকে ভবিষ্যতে যে গুনাহ করবে তা লেখা হবে।

এই গুনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সগিরা গুনাহ। সগিরা গুনাহগুলো ক্ষমা হয়ে যাওয়াও চাট্টিখানি কথা নয়।[২]

কন্যাসন্তান প্রতিপালনের ফযিলত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির তিনজন কন্যাসন্তান হবে আর সে তাদের সভ্যতা-শিষ্টাচার শেখাবে, যত্নের সাথে তাদের প্রতিপালন করবে এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[৩]

---

[১] *তবারানী* আন ইবনে ওমর; *কিসওয়াতুন নিসা*; *বেহেশতী জেওর*, ৮/৪৬৬।
[২] *কিসওয়াতুন নিসা*; *বেহেশতী জেওর*, ৮/৪৬৭।
[৩] *মুসনাদে আহমাদ*; *আদাবুল মুফরাদ*, হাদীস নং ৭৮।

ফায়েদা : পুত্রসন্তানের প্রতি যেহেতু মানুষের ভালোবাসা ও আকর্ষণ স্বভাবজাত, তাই শরীয়ত তার মর্যাদা বর্ণনার প্রতি অতটা গুরুত্ব দেয়নি। পক্ষান্তরে তৎকালীন লোকজন যেহেতু কন্যাসন্তানকে নিকৃষ্ট মনে করত, তাই তাদের প্রতিপালনের মর্যাদা গুরুত্ব দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪]

গর্ভপাত ও অনাগত সন্তানের মৃত্যুর ফযিলত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে নারী কুমারি অবস্থায় বা গর্ভাবস্থায় অথবা সন্তান প্রসবের সময় কিংবা নেফাসের সময় মারা যায়, সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে।[৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ভ্রূণ অকালে পড়ে যায় আর তার মা সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করে, সে নিজ মাকে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে।[৬]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে নারীর তিনজন সন্তান মারা যাবে আর সে সওয়াবের আশায় ধৈর্যধারণ করবে, সে জান্নাতে যাবে। তখন এক মহিলা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যার দুটি বাচ্চা মারা যাবে? নবীজি বললেন, দুই বাচ্চারও একই মর্যাদা। এক বর্ণনায় আছে, এক সাহাবি এক বাচ্চা মারা যাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্যও অনেক মর্যাদার কথা বলেছেন।[৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন নারীদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে (অর্থাৎ সন্তুষ্ট হওয়া উচিত), তোমাদের মধ্যে কেউ স্বামীর মাধ্যমে গর্ভবতী হলে এবং স্বামীও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে সে আল্লাহর পথের রোজাদার এবং রাত জেগে

---

[৪] *ফুরুউল ঈমান*, ৭২।
[৫] *বেহেশতী জেওর*, ৮/৪৬২।
[৬] প্রাগুক্ত।
[৭] প্রাগুক্ত।

ইবাদতকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে! আর যখন তার প্রসববেদনা শুরু হয়, তখন তার চক্ষুশীতলতার জন্য আখেরাতে যে আসবাবপত্র গচ্ছিত রাখা হয়, তার ব্যাপারে আকাশ ও জমিনবাসীর কোনো ধারণাও নেই। অতঃপর সন্তান প্রসবের পর সন্তানকে পান করানো প্রতি ঢোক দুধ এবং সন্তান যতবার তার স্তনে মুখ দেয়—এ সবকিছুর বিনিময়ে সে সওয়াব লাভ করে। আর যদি বাচ্চার জন্য তার রাত্রিজাগরণ করতে হয়, তাহলে সে আল্লাহর রাস্তায় সত্তরজন গোলাম আজাদ করার সওয়াবের অধিকারী হয়।[৮]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক মহিলা আসলেন। তার সাথে তার দুটি সন্তান ছিল। একজনকে কোলে উঠিয়ে রেখেছিল, আরেকজনের আঙুল ধরে ছিল। নবীজি তাকে দেখে বললেন, মহিলারা প্রথমে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, তারপর প্রসব করে এবং তারপর ভালোবাসা ও যত্নের সাথে তাদের লালনপালন করে। যদি স্বামীদের সাথে তাদের আচরণ মন্দ না হতো, তাহলে তাদের মধ্যে যারা নামাযের প্রতি যত্নশীল, তারা সোজা জান্নাতে চলে যেত।[৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে নারী বিধবা হয়ে যায়, কিন্তু বংশ-মর্যাদা ও ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও সন্তানদের লালন-পালন করতে গিয়ে নিজের রূপ-লাবণ্য বিলীন করে দেয়; এমনকি তার সন্তান বড় হয়ে পৃথক থাকা শুরু করে কিংবা মারা যায়, এমন নারী জান্নাতে আমার এত নিকটবর্তী থাকবে, যতটা নিকটবর্তী শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গুলি।

ফায়েদা : উপরোক্ত হাদীসে বিধবা দ্বারা এমন নারী উদ্দেশ্য—যার একেবারেই বিয়ে করার কামনা থাকে না। অন্যথায় বিধবা হলেও পুনরায় বিয়ে করা আবশ্যকীয় বিষয়।[১০]

---

[৮] *কানযুল উম্মাল; বেহেশতী জেওর*, ৮/৪৬৪।
[৯] *বেহেশতী জেওর*, ৮/৪৬৪।
[১০] *বেহেশতী জেওর*, ৪৬৩।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সন্তানের গুরুত্ব ও ফযিলত

মাকিল বিন ইয়াসার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা এমন নারী বিয়ে করো, যে স্বামীকে প্রচুর ভালোবাসে এবং অধিক সন্তান জন্ম দেয়। কেননা আমি (কেয়ামতের দিন) তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের ওপর গর্ব প্রকাশ করব।[১১]

সন্তান লাভের উপকারিতা অনেক। জীবিত থাকাকালীন সন্তানই সবচেয়ে বেশি বাবা-মার খেদমত করে, তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে, তাদের অনুগত হয় এবং তাদের কল্যাণকামী হয়; আর মৃত্যুর পর তাদের জন্য দুআ করে এবং ইসালে সওয়াব করে। তদ্রূপ যতদিন তারা দ্বীনের ওপর অবিচল থাকে, ততদিন বাবা-মা সওয়াব লাভ করে এবং সন্তান থেকে বংশ বিস্তার হলে মৃত্যুর পরও তাদের মাধ্যমে সওয়াব পায়।

কেয়ামতের দিনও নেক সন্তান অনেক উপকারে আসবে। যে সন্তান শৈশবে মারা গেছে সে বাবা-মাকে ক্ষমা করাবে, আর যে বালেগ হয়ে নেক ও আমলদার হয়েছে, সেও নিজ পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে। সবচেয়ে বড় তাৎপর্য হলো এই যে, সন্তানের মাধ্যমে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এতে দুনিয়াতেও মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কেয়ামতের দিনও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সংখ্যাধিক্যতা দেখে আনন্দিত হয়ে গর্ব করবেন।[১২]

---

[১১] *সুনানে আবু দাউদ*, ২০৫০।
[১২] *হায়াতুল মুসলিমীন; রুহ*, ২০/১৮৯।